সংবাদ

তারিখ 14 JUN 2013
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম [illegible]

সব শিক্ষা বোর্ড ও স্কুল-কলেজ অনলাইনের আওতায় জুলাইয়ে

রাকিব উদ্দিন

জুলাইয়ের মধ্যে সব শিক্ষা বোর্ডের যাবতীয় কার্যক্রম অনলাইনের আওতায় আনা হচ্ছে। ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের হয়রানির লাঘব এবং ঘুষ ও অনিয়মের লাগাম টানতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্প্রতি সব শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে অনলাইনে কার্যক্রম শুরু বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছে। পাশাপাশি ১০টি শিক্ষা বোর্ডের অধীভূক্ত সব স্কুল ও কলেজের কার্যক্রমই অনলাইনে আনার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ফলে স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে অনলাইনে (কম্পিউটার) হাজিরা দিতে হবে।

কমাবে দুর্নীতি ও হয়রানি

ইতোমধ্যে যশোর শিক্ষা বোর্ডের প্রায় সব কার্যক্রমই অনলাইনের আওতায় এসেছে। এ বোর্ডে হারানো সনদ তোলা, নাম সংশোধন, বয়স সংশোধনের আবেদন, যোগ্যতা ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পরীক্ষক বাছাই, দরপত্র আহ্বানসহ প্রায় সব কাজই এখন অনলাইনে হচ্ছে। ফলে যশোর বোর্ডে সেবাপ্রার্থীদের ভিড় কমে গেছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে যশোর শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর আমিরুল আলম খান সংবাদকে বলেন, 'বোর্ডের প্রায় সব কাজই এখন অনলাইনে হচ্ছে। ফলে কাজের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও কোয়ালিটি বেড়েছে। কমেছে দুর্নীতি ও ভোগান্তি। এছাড়া আগে যাকে খুশি তাকেই প্রধান পরীক্ষক বা পরীক্ষক নিয়োগ দেয়া যেত। কিন্তু এখন সেটা সম্ভব হচ্ছে না। আমাদের কাছে সব শিক্ষকের ডাটাবেইজ আছে। এর মধ্য থেকে যোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। এরপর কম্পিউটার জেনারেটেড পদ্ধতিতে নিয়োগপত্র হয়ে যাচ্ছে এবং শিক্ষক নিজ প্রতিষ্ঠানে বসেই তা সংগ্রহ করতে পারছেন।'

তিনি আরও জানান, 'বোর্ডের অধীভূক্ত ১১ জেলার প্রত্যেক স্কুল-কলেজের শিক্ষককে অনলাইন প্রযুক্তির ব্যবহার ও কম্পিউটার অপারেটিং সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, অনলাইনের : পৃষ্ঠা : ১৫

অনলাইনের : আওতায়

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঘুষপ্রীতি, সেবা প্রার্থীদের হয়রানি হ্রাস, সেবা দ্রুত করা ও সময় সাশ্রয়ের জন্যই ১০ বোর্ডের পুরো কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশনের আওতায় আনার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এতে করে সেবাপ্রার্থীরা বোর্ডে না এসে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান থেকেই প্রয়োজনীয় সেবা পেতে পারবে। বিভিন্ন বোর্ডকে দেয়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় বলা হয়েছে, যশোর শিক্ষা বোর্ডের ন্যায় অন্য শিক্ষা বোর্ডগুলোকে আগামী ২০ জুলাইয়ের মধ্যে তাদের অধীভূক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটসহ সব সেবা অনলাইনের মাধ্যমে প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পর্যায়ক্রমে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সব শিক্ষক এবং বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কম্পিউটার বিশেষজ্ঞরা জানান, যশোর বোর্ড ইতোমধ্যে এর অধীভূক্ত সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীর ডাটাবেইজ তৈরি করেছে। এতে করে ক্লিক করলেই এখন সব শিক্ষকের যাবতীয় ব্যক্তিগত তথ্য ও ছবি কম্পিউটারে ভেসে উঠছে। পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষকের নামের তালিকাও কম্পিউটারে ভেসে উঠছে। প্রতিষ্ঠান বন্ধ বা খোলা থাকলে তাও সরাসরি জানা যাচ্ছে।

এছাড়াও বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত, ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারিক নম্বর, লাইব্রেরি, অনলাইন ক্যাটালগ ও ই-বুক, রোল নম্বর ও প্রবেশপত্রও এখন অনলাইনে দেয়া হচ্ছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবুল কাশেম মিঞা সংবাদকে বলেন, 'বোর্ড ও এর অধীভূক্ত সব স্কুল-কলেজের কার্যক্রম অটোমেশনের (স্বয়ংক্রিয়) আওতায় আনতে মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

সে অনুযায়ী আমরাও দ্রুত কার্যক্রম শুরু করেছি।'

তিনি বলেন, 'অনলাইনের আওতায় আনার পর আমরা বোর্ডে বসেই জানতে পারব কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা আছে, কোন স্কুলে কতজন শিক্ষক প্রতিদিন উপস্থিত হচ্ছেন এবং নিয়মিত ক্লাস হচ্ছে কি না তাও সরাসরি তদারকি করা যাবে।' তিনি জানান, 'বোর্ড ও এর অধীভূক্ত সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম অটোমেশন পদ্ধতির আওতায় আনতে দরপত্র আহ্বানের প্রক্রিয়া চলছে।'

প্রসঙ্গত, এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের নাম রেজিস্ট্রেশন, পরীক্ষার ফল প্রকাশ, খাতা পুনঃনিরীক্ষণের আবেদনসহ বেশকিছু বিষয়ের কার্যক্রম অনলাইনে করা হচ্ছে। কিন্তু বোর্ডগুলো পুরোপুরি ডিজিটালাইজেশনের আওতায় আসেনি।